প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, করোনা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে; বিশ্বব্যাপী কষ্ট। তার মধ্যেও কিন্তু আমরা শিশুদের কথা ভুলিনি। তাদের বই ছাপানোর খরচাটা অন্য দিক থেকে আমরা সাশ্রয় করছি, বই ছাপানোর দিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি। পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষা অর্থাৎ প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি। বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের ছেলে-মেয়েরা কেন পিছিয়ে থাকবে।

গতকাল শনিবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) এ অনুষ্ঠান হয়। আজ সারাদেশে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদযাপন করা হবে।

advertisement

কোভিড মহামারীকালে শিশুদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনার সময় থেকে এ পর্যন্ত আমার ঘরে আমার স্কুল, অর্থাৎ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ; কাজেই ঘরে বসে পড়াশোনা। কেউ যাতে পড়াশোনায় ফাঁকি দিতে না পারে, সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে।

advertisement 4

শিক্ষার জন্য আলাদা টিভি চ্যানেল চালুর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সরকারপ্রধান বলেন, দেশের শিশুদের আন্তরিকতার সঙ্গে গড়ে তুলতে পারলে বিশ্বের কোনো শক্তি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঠেকাতে পারবে না।

সমালোচকরা আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন দেখতে পান না বলে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, যদিও এত কাজ করার পরও কিছু লোকের মন ভরে না। তাতেও তারা বলবে, আমরা নাকি কিছুই করি নাই। কিছুই করি নাই (যারা বলে) শ্রেণিটা চোখ থাকতেও দেখে না। দৃষ্টি থাকতেও তারা অন্ধ। তারা দেখবেই না। তাদের মাথার ভেতরে 'নাই' শব্দটা ঢুকে গেছে। আমরা 'নাই'-তে থাকতে চাই না। আমরা পারি, বাংলাদেশের মানুষ পারে। আমরা সেটাই প্রমাণ করতে চাই।

শিক্ষা সম্প্রসারণে আওয়ামী লীগ সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কৃষি, ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সাইন্সেস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা, ডিজিটাল, ইসলামি-আরবি, টেক্সটাইল, মেরিটাইম, এভিয়েশন ও এরোস্পেস, বেসরকারি ফ্যাশন ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়Ñ তার সরকার সব করে দিয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করেছি, তা ছাড়া হাই-টেক সিটি, হাই-

টেক পার্ক এবং সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্ক স্থাপন করেছি। মাদ্রাসা শিক্ষাকেও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। ইতোমধ্যে দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স ডিগ্রির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিসহ নানা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ফলে ঝরে পড়া এখন অনেকাংশে কমে গেছে। ৯৮ শতাংশ ছেলে-মেয়ে এখন স্কুলে যাচ্ছে এবং অভিভাবকদের মধ্যেও সচেতনতা বেড়েছে। ৩ হাজার ২১৪টি স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম ১ বছর থেকে বাড়িয়ে ২ বছর করা হয়েছে। এই সময়টায় শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি কোনো বই চাপিয়ে দেওয়া হবে না। তারা খেলাধুলার মাধ্যমে আনন্দ নিয়ে শিখবে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০১৭ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইলবইসহ চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা ও সাদরিÑ এই পাঁচ নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করছি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। স্বাগত বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন।

বিশ^বাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর বিশ^বাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল শনিবার এক বাণীতে তিনি বলেছেন, ‘নতুন বছরে মানুষে-মানুষে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও জোরদার হোক; সব সংকট দূরীভূত হোক, পরাভূত হোক সকল সংকীর্ণতা; সবার জীবনে আসুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিÑ এই প্রার্থনা করি।’

শেখ হাসিনা বলেন, খ্রিস্টীয় নতুন বছর ২০২৩ উপলক্ষে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিসহ বিশ্ববাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। প্রকৃতির নিয়মেই নতুন বছর মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে এবং নবোদ্যমে সুন্দর আগামীর পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগায়। ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বাঙালি জাতির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশগুলো ২০২২ সালে বছরব্যাপী নানা আয়োজনের মাধ্যমে কূটনৈতিক সম্পর্কের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করে।

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয় এবং জনগণের কল্যাণ হয়। কারণ একমাত্র আওয়ামী লীগই স্বাধীনতার সুমহান আদর্শ ধারণ করে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে। আসুন, আমরা দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি এবং ধর্মীয় উগ্রবাদসহ সন্ত্রাসবাদ ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে গড়ে তুলি অসাম্প্রদায়িক চেতনার ‘সোনার বাংলাদেশ’।